এডিপি অগ্রাধিকার
অতি জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ

নং-২০.০৬.০০০০.৬১২.০০.১৩৮.২০২০/ ৪৪

তারিখ ঃ ০৯ চৈত্র, ১৪২৬
২৩ মার্চ, ২০২০

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং ২০.০৬.০০০০.৬১২.০০.১৩৮.২০২০/৩৭, তারিখঃ ২২/০৩/২০২০ এর প্রেক্ষিতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি'র নির্দেশিকা ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। এক্ষণে, উক্ত নির্দেশিকাটি পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইট www.plandiv.gov.bd এ প্রকাশ করা প্রয়োজন।

২। বর্ণিতাবস্থায়, উক্ত নির্দেশিকাটি পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হ'ল।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট এর দপ্তর পরিকল্পনা বিভাগ ডাইরী নং ৮৬ তারিখঃ ২৩/৩/২০২০
সিনিয়র প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল
প্রোগ্রামার
মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
সহকারী প্রোগ্রামার-১
সহকারী প্রোগ্রামার-২
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

রহমান
২৩/০৩/২০২০
(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯১৮০৯৩৭
E-mail: ac25mohfw@yahoo.com

সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
(দৃঃ আঃ- জনাব মোঃ তমিজ উদ্দীন আহমেদ, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইটি শাখা)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. প্রধান কার্যক্রম মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২. যুগ্ম-প্রধান (আঃ সাঃ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
www.plandiv.gov.bd

এডিপি অগ্রাধিকার
অতি জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত

নং-২০.০৬.০০০০.৬১২.০০.১৩৮.২০২০-৬৭

তারিখ ঃ ০৮ চৈত্র, ১৪২৬ / ২২ মার্চ, ২০২০

বিষয় ঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন নির্দেশিকাঃ

'রূপকল্প-২০২১' এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য হার হ্রাসের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ। এ লক্ষ্য অর্জনের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত-পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করে তার মধ্যমেয়াদি কৌশল ও লক্ষ্য এবং এমডিজি'র উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের উপায় নির্ধারণ করে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) বাস্তবায়ন করা হয়। এ পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উন্নীত হয় এবং বেশির ভাগ এমডিজি লক্ষ্যের চেয়ে বর্ধিত হারে অর্জনের মাধ্যমে বিশেষ করে দারিদ্র্য হার হ্রাসে সফল হয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এছাড়া, সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করে তাতে এমডিজি উত্তর জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি'স) অন্তর্ভুক্ত করে ২০২১ সালের পূর্বেই মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের উন্নয়ন নীতি-কৌশল ও লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করে কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জনের জন্য "বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০" প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, বর্তমান সরকার কর্তৃক শহরের সুবিধা গ্রামের পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

১.২ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং মধ্যমেয়াদি কৌশল ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)। এ লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন কাজের সূচনা করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ও এসডিজি লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে অগ্রাধিকার খাতসমূহে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পরিবহণ, ভৌত ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা, ইত্যাদিসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য অর্জন। ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি প্রণয়নকালে সেক্টরওয়ারী বরাদ্দ বিভাজন, অনুমোদিত প্রকল্প, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প, নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প, পিপিপি প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্তিকরণসহ প্রকল্পের বরাদ্দ প্রস্তাব প্রেরণ ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত প্রক্রিয়া/নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবেঃ

২.০ এডিপির আকার ও অর্থনৈতিক সেক্টর/সাব-সেক্টর/প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দ বিভাজন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ

২.১ এডিপি প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্পের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগে প্রেরণ করবে। সেক্টর বিভাগসমূহ প্রাপ্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনে পরিবর্তন/সংশোধন করে মতামতসহ কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করবে। পরবর্তীতে আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভার মাধ্যমে অননুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে।

২.২ এডিপি প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দের প্রাথমিক চাহিদা পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহে প্রেরণ করবে। সেক্টর বিভাগসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে আলোচনা, যৌক্তিকতা ও কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনে পরিবর্তন/সংশোধন করতঃ প্রকল্পওয়ারী প্রাথমিক বরাদ্দ চাহিদা (১ম কলনোটিশে) কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক তাদের আওতাধীন উন্নয়ন সহায়তা খাতসমূহের অনুকূলে প্রাথমিক বরাদ্দ চাহিদা কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করবে। কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক সেক্টর বিভাগ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দের প্রাথমিক চাহিদা অর্থ বিভাগকে অবহিত করা হবে।

২.৩ অর্থ বিভাগের বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, মূল্যস্ফিতি, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ চাহিদা, স্থানীয় সম্পদ আহরণের গতিধারা, বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও এর ব্যবহারের সক্ষমতা এবং সর্বোপরি অগ্রাধিকার খাতসমূহের চাহিদা, ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে এডিপি'র মোট আকার নির্ধারণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ এডিপি'র উৎসওয়ারী অর্থায়ন (স্থানীয় মুদ্রা ও প্রকল্প সাহায্য) পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগকে অবহিত করবে। এছাড়া, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সেক্টর/সাব-সেক্টর ও প্রকল্পওয়ারী প্রকল্প সাহায্য, জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল, ডিআরজিএ ও ডিআরজিএ-সিএফ বরাদ্দ নির্ধারণপূর্বক তা কার্যক্রম বিভাগকে অবহিত করবে।

২.৪ কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত এডিপি'র মোট আকার ও প্রকল্প সাহায্যের প্রস্তাব, সেক্টর বিভাগ হতে প্রাপ্ত চলমান/নতুন প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক চাহিদা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, সেক্টরাল অগ্রাধিকার ও প্রকল্পের গুরুত্ব,